দৈনিক [illegible]

দৈনিক [illegible]

তারিখ ... ... MAR 26 2000
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ...

27

কাউখালী মহিলা কলেজের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত অভিভাবক মহল উদ্বিগ্ন

কাউখালী (পিরোজপুর) থেকে সংবাদদাতা ঃ পিরোজপুর জেলার কাউখালী মহিলা কলেজের ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত ও অভিভাবক মহল উদ্বিগ্ন। গত ২০ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে এবং আনন্দঘন পরিবেশের মধ্য দিয়ে কাউখালী মহিলা কলেজ উদ্বোধন করেন যোগাযোগমন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু। কলেজের বিভিন্ন বিভাগে সর্বমোট ১৫ জন প্রভাষক নিয়োগ দেয়া হয়। কিন্তু জানা যায় যে, উক্ত প্রভাষকগণ এখন পর্যন্ত কলেজ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বৈধ নিয়োগপত্র পাননি। অথচ প্রভাষকগণ যথানিয়মে কলেজের ক্লাস ও কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন। তাদের বেতন-ভাতার প্রশ্ন এখনও উঠেনি। বিনা বেতনে কার্যক্রম চালাচ্ছেন।

অপরদিকে কলেজে ইতোমধ্যে ১৩৫ জন ছাত্রী বিভিন্ন বিভাগে ভর্তি হয়ে যথারীতি ক্লাস করে যাচ্ছে। শিক্ষা বোর্ড থেকে ভর্তি সংক্রান্ত কোন অনুমতিপত্র অদ্যাবধি আসেনি বলে জানা যায়। এই ছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন টর্ট তালিকাসহ ভবিষ্যতে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে কিনা অনিশ্চয়তার মধ্যে এদের পড়াশোনা চলছে।

অন্যদিকে প্রস্তাবিত মহিলা কলেজের সাংগঠনিক কমিটি সদস্যদের মধ্যে অন্তর্কোন্দল বিরাজ করছে। সদস্যদের কারও কারও সাথে ইতোমধ্যে ঝগড়া-ফ্যাসাদ হয়েছে বহুবার।

অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন বর্তমান ইন্দুরকানী কলেজের অধ্যক্ষ আবদুস সামাদ। জানা গেছে, ইতোমধ্যে তিনি ঝালকাঠীর গুয়াটন ডিগ্রী কলেজ, স্বরূপকাঠীর আটঘড় কুড়িয়ানা কলেজ ও বর্তমান ইন্দুরকানী কলেজেও চাকরিরত থাকা অবস্থায় তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে বলে জানা যায়।

উল্লেখ্য, কলেজটির সূচনা হয়েছে কলেজ সাংগঠনিক কমিটির জনৈক সদস্য আলীউজ্জামানের বাসায়। সকল ক্লাস-অফিসের কার্যক্রম সবই চলছে যথাস্থানে।

কলেজটির প্রাথমিক স্তম্ভ ও কাঠামো পুনর্গঠনের জন্য যে উপকরণ দরকার তা নেই। কলেজ প্রতিষ্ঠাতা যোগাযোগমন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু ব্যক্তিগত তহবিল থেকে নতুন আসবাবপত্র ক্রয় করে কলেজে প্রদান করেছেন।

বর্তমানে কলেজের সার্বিক দুরবস্থার কারণে প্রভাষকমণ্ডলী ও ১৩৫ জন ছাত্রীর ভবিষ্যৎ জীবন অন্ধকারের দিকে ধাবিত হচ্ছে। অত্র এলাকার সুধীজন ও সাধারণ মানুষ কলেজটি রক্ষার জন্য শিক্ষামন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।